দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ .... পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৫ ...

AUG 03 2002

উপবৃত্তি প্রকল্পের টাকা বিতরণে অনিয়ম

নারীশিক্ষার অগ্রগতি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি সরকারের একটি মহতি উদ্যোগ। কিন্তু অধিকাংশ বিদ্যালয়ে একশ্রেণীর অসাধু শিক্ষক স্কুল কমিটির কতিপয় সদস্যের সহায়তায় সরকারী নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে অনুপস্থিত ও বিবাহিতা হওয়ার পর স্বামী গৃহে অবস্থান করছে এ ধরনের ছাত্রীদের নামও দৈনিক হাজিরা খাতায় বহাল রেখে তাদের উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করে যাচ্ছেন। এতে প্রতি মাসে ওই প্রকল্পের বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় হওয়ায় সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে উপবৃত্তিধারীদের প্রাপ্য টাকা বিতরণকালে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা (মাধ্যমিক শিক্ষা) উপস্থিত থাকলেও রীতিমত তাঁর চোখে ধুলো দেয়া হচ্ছে। প্রকৃত উপস্থিতি, বিবাহিতা কিংবা অছাত্রী যথাযথভাবে সনাক্ত করার কোন সুযোগ না থাকায় সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকগণের প্রদত্ত তথ্যের ওপর উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়া প্রকল্পভুক্ত ছাত্রীদের প্রাপ্য টাকা থেকে অন্য কোন প্রাপ্য বা বকেয়া আদায়ের বিষয়টি বেআইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিধারীদের প্রাপ্য টাকা থেকে তাদের বকেয়া আদায়সহ অন্যান্য চাঁদা ধরা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে কোন ছাত্রী বা তাদের অভিভাবক অভিযোগ উত্থাপন করলে পরবর্তী কিস্তির প্রাপ্য থেকে তাদের বাদ দেয়ার হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ অবস্থায় ভুক্তভোগী ছাত্রীরা উপবৃত্তি থেকে বাদ পড়ার হুমকির ভয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর অভিযোগ না করে নীরব ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং উল্লিখিত প্রকল্পের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহারের স্বার্থে উপবৃত্তি বিতরণের প্রচলিত নীতিমালার সংস্কার কিংবা পরিবর্তন করার জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মোঃ আবদুর রাজ্জাক,
দিলালপুর,
নান্দাইল, ময়মনসিংহ।